দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 FEB 1991 পৃষ্ঠা 2 কলাম 9

10

প্রসঙ্গ ঃ নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা

দৈনিক ইত্তেফাকের ১২/২/৯১ তারিখে উপরোক্ত শিরোনামের পত্রটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। পত্রলেখকের (জনৈক প্রধান শিক্ষক) মতামত হইল, "পরীক্ষায় প্রচলিত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার দ্বারা শিক্ষার্থীদের "সৃজনী প্রতিভার বিকাশ—যেমন প্রকাশভঙ্গি, বানান, হস্তলিপি ইত্যাদি মূল্যায়নের কোন সুযোগ নাই।" এই বক্তব্যের সাথে আমি একমত নহি। কারণ এদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই বর্ণনামূলক প্রশ্নগুলির উত্তর অর্থবহ হইতে বা শিক্ষকদের দ্বারা লিখাইয়া নিয়া অথবা অন্য কোন ভাবে সংগ্রহ করার পর মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দেয়। এই ক্ষেত্রেও "সৃজনী প্রতিভার বিকাশ" হয় না। অনেকগুলি প্রশ্ন দিয়া একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মূল্যায়নের জন্য বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উক্ত সময়সীমার মধ্যে অর্ধেকও ভালভাবে লেখা যায় না। তাছাড়া বর্ণনামূলক প্রশ্নের জন্য কোন বিশেষ মাপকাঠি অনুসরণ করা হয় না। বর্ণনামূলক উত্তরপত্র বিভিন্ন পরীক্ষক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করেন বলিয়া অনেকেই সুবিচার পায় না। এই কারণে বর্ণনামূলক প্রশ্নের দ্বারা প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন একেবারেই অসম্ভব। এসব কারণে আমার ধারণা, বর্ণনামূলক প্রশ্নাবলীর চাইতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী ঢের ভালো।

—খালেদুর রশীদ, সেকশন-৬/এ মীরপুর, ঢাকা-১২১৬।